

ফল্গুধারার মহানায়ক

(বিভিন্ন রকমের ভ্যারেন্ডা ভাজি করতে গিয়ে সময়ভাবে লেখালেখি আপাততঃ বন্ধ। সময় লাগলেও সময় মত ভাজিগুলো পরিবেশন করব, সুস্বাদু হবার আশা রাখি)।

অনিত্য জীবনে মৃত্যুই যেমন নিত্য, অনিত্য জগতে তেমনি নিত্য হল পরিবর্তন। পরিবর্তন সর্বগ্রাসী। প্রকৃতির সমস্ত পরিবর্তনের লক্ষ্য সম্পূর্ণতা, সবকিছুই মেনে চলছে এনট্রপি-র মূলনীতি। বদলে যায় সমাজ, সাথে সাথে বদলে যায় আইন কানুন আর আদেশ নিষেধ, কোরাণে উচ্চারিত হয়, “আমি কোন আয়াত রহিত করিলে কিংবা বিস্মৃত করাইয়া দিলে তদপেক্ষা উত্তম বা সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি.....” (বাকারা-১০৬)।

সমাজের এগিয়ে যাবার পরিবর্তনের পেছনে শুভশক্তি আর পিছিয়ে যাবার পেছনে কাজ করে অপশক্তি। এ দু’য়ের সংঘাতই মানুষের ইতিহাস। রেলগাড়ীর মত সোজা-সাপটা এগিয়ে যাওয়া নয়, বর্ষণমুখর পিছলে পথে স্কুল-ছাত্রের মত তিন পা’ এগিয়ে এক পা’ পিছিয়ে যাওয়াই হল মানুষের ইতিহাস। যে কোন সমাজের মতই মুসলিম সমাজগুলোরও বিবর্তন হয়েছে চিরকাল, এখনও হচ্ছে। মানুষের সমাজগুলো ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বহু রকম। সমস্যা ও সমাধানের চরিত্রও তাই। অ্যামেরিকা-ক্যানাডা, ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়া কিংবা মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া, মধ্য-আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মুসলিম সমাজগুলোর বিবর্তনে ইসলাম সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা, বোধ-উপলব্ধির বহুমাত্রিক ঘাত-সংঘাতের ভেতর দিয়ে চলেছি আমরা। এর পেছনে কাজ করছে দৃশ্য-অদৃশ্য অনেক শক্তি এবং অপশক্তি। সমাজকে যারা পিছিয়ে দেয়, ইসলামের বেলায় সেই দৃশ্যমান অপশক্তিগুলোর মধ্যে প্রধান হল পশ্চিমা বিশ্বের আগ্রাসন ও ঔপনিবেশিকতা, ইসরাইল-প্যালেস্টাইনের দাবানল আর মুসলিম দেশগুলোর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর সার্বিক দুর্নীতি ও ব্যর্থতা। এ দু’টোকে পুঁজি করে উঠে আসছে ওহাবি-সমর্থিত বিশ্ব-জামাত। নিজের দেশে অনেসলামিক রাজতন্ত্র বজায় রেখে অন্য মুসলিম দেশে “গণতান্ত্রিক” ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তার সার্বিক সমর্থন এখন আর গোপন কিছু নয়।

ইসলামি বিশ্বে কিছু মুসলিম চিন্তাবিদ এ ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন ও লিখেছেন। আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দার্শনিক হলেন ডঃ আবদুল আজিজ সাচেদিনা। জন্মসূত্রে যদিও শিয়া, কিন্তু তাঁর পান্ডিত্য সামগ্রিক ইসলামে। বর্ষীয়ান পন্ডিত, তিউনিসিয়ায় জন্ম। ইরাক-ইরানের মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে এসে অ্যামেরিকায় ইসলাম পড়েছেন। সেদিক দিয়ে তাঁর প্রাচীনপন্থী এবং আধুনিক, দুই ইসলামেরই প্রত্যক্ষ, বাস্তব এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। এখন তিনি ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বেশ কিছু ইসলামী সংগঠনের সাথে জড়িত। পৃথিবীর বহু ইসলামি দেশের সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়ার জন্য তাঁকে ডাকা হয়। রাজনৈতিক ইসলামের মোল্লাদের সাথে তাঁর তাত্ত্বিক বিরোধিতার পরেও তাঁর পান্ডিত্য, পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তা এতই বিপুল যে শিয়াদের সর্বোচ্চ শারিয়া-মোল্লা গ্র্যান্ড আয়াতুল্লা সীস্তানি ফতোয়া দিয়ে তাঁকে একঘরে করার চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। এই বিশ্ব-নেতৃত্বের পেছনে কাজ করেছে তাঁর বিরল ধরনের অন্তর্দৃষ্টি। তাঁর কিছু বই পড়ে আর বক্তৃতা শুনে আমি প্রচন্ড প্রভাবান্বিত হই, তাঁর ভেতরে নর্ম (মিস্টিক) ও বাস্তব এ দু’য়ের এক আশ্চর্য্য সমাহার। আমি ক্যানাডিয়ান মুসলিম কংগ্রেসের সদস্য, আমাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

তত্ত্বগতভাবে তাঁর মত জামাত এবং শারিয়া বিরোধী অনেক ইসলামি পন্ডিতই আছেন। কিন্তু তিনি

অভ্ৰভেদী তাঁর ব্যাখ্যায় এবং উপস্থাপনে, ইসলামী অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর বিশ্লেষণ আর প্রস্তাবনায়। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক সময় তিনি থেকে যান রহস্যময় কবির মত দুর্বোধ্য। কারণ তাঁর কবির মত মন আছে। এ কথাটাই আমি বার বার বলি, শারিয়া শুধু আইনের অংকই নয়, ওটা একটা অস্ত্রও বটে। কারণ মানুষের জীবন ওতে ভাঙ্গে আর গড়ে। ওটা গড়তে আর প্রয়োগ করতে হলে অবশ্যই একটা মায়াময় মমতাময় কাব্যিক মন চাই যা কারজাই-মৌদুদী-গোআজম বা মত্যানিজামী-আমিনী-সাইদীদের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। অনেক অনেক বই পড়ে অনেক চিন্তা-সাধনা করে এলে তবে তাঁর সংগীত মর্মে প্রবেশ করে। তাই তাঁর অনেক কিছু এখনও আমার কাছে সুস্পষ্ট নয়, শুধু তাঁর মৌলিক দৃষ্টির ছোঁয়ায় আমি প্রভাবান্বিত। তাঁকে আমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করে চলেছি ক্রমাগত, তাঁর বাণী প্রচারের চেষ্টা করছি যদিও তাঁর সাথে আমার মতামতের কিছু অমিলও আছে। সেটা তিনি জানেনও, দেখা হলেই স্বর্গীয় হাসিতে স্নেহময় শিক্ষকের মত কথা বলেন। তিনি গর্বিত মুসলমান, তিনি সুস্পষ্টই বলেন যে একথা অনস্বীকার্য যে শারিয়া নারী-বিরোধী, কিন্তু তাতে আমাদের কারো কাছে মাপ চাইতে হবে না। এটা ছিল তখনকার ব্যাপার, তখনকার আইনগুলো এখনকার সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়াটাই সমস্ত সমস্যার মূল। তিনি বলেন শারিয়া মেরামত করা সম্ভব, আমি অবশ্য তা মনে করি না। আমি মনে করি শারিয়ার পারিবারিক আইনগুলোকে “মেরামত” করলে সেটা মোটামুটি ক্যানাডার আইনে দাঁড়াবে, যা কিনা ন্যায়বিচার। এবং কোরাণ ঠিক ন্যায়বিচারের কথা-ই বলেছে তার নরম্যাটিভ আয়াতগুলোতে। খামাখা কন্টেক্সচুয়াল আয়াতে না গিয়ে নরম্যাটিভ আয়াতগুল দিয়ে শারিয়া বানাতে এত ভজঘটও হতনা, মুসলমান নারীদের ওপর এত অত্যাচারও হত না যুগান্ত ধরে। নারীদের মতামত নিয়ে বানাতেও শারিয়া এমন অদ্ভুতুড়ে হত না। কিন্তু তিনি বলেন, ও আমলে ওই আইনই ছিল স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক।

কথাটা সত্যি। আরও অনেক কথা-ই তিনি বলেন, সব কথা সবাই সব সময় মেনে নেবে তা-ও নয়। মোল্লাদের সাথে তাঁর বিরোধও তুমুল। কিন্তু সব সমীকরণের পরে বিশ্ব-মুসলিম সমাজের অন্তর্লীন ফল্লুধারার এক অন্যতম মহানায়ক ডঃ সাচেদিনা, তাঁর বাণীর মধ্যে আমাদের এবং মানবজাতির সমূহ কল্যাণ আছে। তাঁর “**দি ইসলামিক রুটস অফ ডেমোক্রাটিক পুর্যালিজম**” বইতে দেখানো আছে কিভাবে আমরা গণতন্ত্রীও হতে পারি, ধর্মনিরপেক্ষও হতে পারি, আর সেই সাথে কোরাণ মোতাবেকই গর্বিত মুসলমানও হতে পারি।

ওটাই আমাদের মংগলের পথ, কল্যাণের পথ। ক্যানাডিয়ান মুসলিম কংগ্রেস সংগঠন থেকে আমরা সেই চেষ্টা-ই করছি প্রাণপন। গত সপ্তাহে তাঁর সাথে দেখা হয়েছে, কিছু আলোচনা-ও হয়েছে আমাদের কর্ণধারের সাথে। সংগঠনের অন্যান্যরা আমাকে বলেন তাঁর ধামাধরা পোঁ। তাতে আমার লজ্জা নেই বিন্দুমাত্র, কারণঃ-

নকল যদি করতেই হয়, ফার্স্ট বয়ের-ই করিস ভাই,
ধরলে ধামা, কোন মহাপুরুষেরই ধরিস ভাই।

ধন্যবাদ।

ফতেমোল্লা

৮ই অক্টোবর, ৩৪ মুজিসন (২০০৪)।